22 JUN 2008

বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ঢাকা পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা

নাহিদ তন্ময়

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসগুলো বহিরাগত সন্ত্রাসী ও চিহ্নিত মৌলবাদীদের নিরাপদ আস্তানায় পরিণত হয়েছে। বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হাতে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি লতিফ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সঙ্গে বহিরাগত ক্যাডার সংঘর্ষে আহত হয়েছে কমপক্ষে ২৩ জন। গত ৪ মাসে বিচ্ছিন্নভাবে ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনায় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় প্রায় ২০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় বেশিরভাগ আসামি অজ্ঞাত।

জানা যায়, দীর্ঘদিন থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের পাশাপাশি বহিরাগত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও চিহ্নিত মৌলবাদীরা নিয়মিত অবস্থান করে থাকে। লতিফ ছাত্রাবাসকে কেন্দ্র করেই ক্যাম্পাসের আশপাশের বস্তি ও ভবনগুলোতে জঙ্গি ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের কয়েকটি নিরাপদ আস্তানা তৈরি হয়। লতিফ হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে জঙ্গি নেতা সানি-জান্দালকে গ্রেফতারের পর বিষয়টি সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে জানাজানি

জিম্মি : পৃ: ১১ ক: ৪

জিম্মি : শিক্ষার্থী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের সন্ত্রাসী এবং এদের আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সহযোগিতা চায়। এরপর থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস।

শিক্ষকদের দেয়া তথ্যানুযায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ লতিফ হল ঘিরে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন। এর পর থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী লতিফ ছাত্রাবাসের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। শিক্ষকদের দাবি লতিফ ছাত্রাবাসের কারণে পুরো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের দুর্নাম হচ্ছে। একটি হলে অবস্থানকারী বহিরাগত ক্যাডারদের কারণে পুরো ক্যাম্পাসে বার বার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এ ব্যাপারে ছাত্রশিবির, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় একাধিক মামলাও হয়েছে।

সূত্র জানায়, তিন বছর আগে শীর্ষ জঙ্গিনেতা সানি লতিফ ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার হওয়ার পরও সেখানে জঙ্গিদের আনাগোনা কমেনি। এর পরও হরকাতুল জিহাদের শীর্ষ নেতা মুফতি মঈনুদ্দিন ওরফে আবু জান্দাল ইসলামী ছাত্রশিবিরের মদদে লতিফ ছাত্রাবাসে শিবিরের ছাত্রদের সঙ্গে অবস্থান করেছিল। ঘটনাটি জানাজানি হলে গোয়েন্দাদের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের একাধিক বৈঠক হয়।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, কলেজ ক্যাম্পাসে চলে জঙ্গিদের গোপন বৈঠক। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘটনার সত্যতা যাচাই করে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিলে তাদের হুমকি দেয়া হয়েছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার পর বন্ধ করে দেয়া লতিফ ছাত্রাবাস ঘিরে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি ও জঙ্গিদের শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, সারাদেশে সিরিজ বোমা হামলা ও ২১ আগস্টসহ গ্রেনেড হামলা মামলাটি নতুন করে তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই জান্দাল বেশিরভাগ সময় লতিফ ছাত্রাবাসেই থাকত। ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্ররা জানান, হরকাতুল জিহাদের অনুসারী জান্দালসহ জঙ্গিদের মদদ দিয়ে লতিফ ছাত্রাবাসে তাদের জায়গা করে দেয় কতিপয় শিক্ষক। কতিপয় শিক্ষকদের আশীর্বাদপুষ্ট জঙ্গিরা লতিফ ছাত্রাবাস নিজেদের নিরাপদ আস্তানা মনে করে। এর আগে জঙ্গিদের বাধা দিয়ে হল গেটে এক শিক্ষককে হত্যা করা হয় বলে জানা গেছে। এছাড়া দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জনযুদ্ধের ক্যাডাররাও লতিফ ছাত্রাবাসে আশ্রয় নেয়।

র‌্যাব জানায়, প্রতিটি ছাত্র সংঘর্ষের পর র‌্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইং ঘটনার তদন্তে নামে। তারাই প্রথম লতিফ ছাত্রাবাস থেকে সানি ও জান্দালসহ অন্য জঙ্গিদের গ্রেফতার করে। পূর্বেও লতিফ ছাত্রাবাস থেকে শীর্ষ জঙ্গিনেতাসহ জঙ্গিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। জঙ্গি কানেকশনে বরাবরই ওই ছাত্রাবাসের ওপর আলাদা গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে।

তেজগাঁও জোনের পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাসে সাধারণ ছাত্রের পাশাপাশি জঙ্গি ও বহিরাগত অবস্থান করে বলে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে। এ নিয়ে কলেজ প্রিন্সিপাল ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। তিনি জানান, অভিযুক্তদের চিহ্নিত এবং গ্রেফতার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষের ঘটনায় লতিফ হল শাখার ছাত্র শিবির, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০টি মামলা হয়েছে। পাল্টাপাল্টি মামলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের এজাহারভুক্ত শতাধিক ছাত্রসহ অজ্ঞাতনামা সহস্রাধিক আসামি করা হয়েছে।

সূত্র মতে, ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের হলগুলো দীর্ঘদিন ছাত্রশিবিরসহ কয়েকটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন দখল করে নেয়। তারা এসব হল নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। অভিযোগ রয়েছে ছাত্রশিবির ইনস্টিটিউটের লতিফ হল দখল করে নেয়। এ হলে শিবির কর্মীরা সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এছাড়া তারা বিভিন্ন সময়ে হলের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের নেতাদের আশ্রয় দেয়। একাধিক শিক্ষক ছাত্রদের এসব কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে।

এ ব্যাপারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ সামছুল আলম সাংবাদিকদের জানান, বিভিন্ন ইস্যুতে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ শুরু হয়। বহিরাগতদের ইন্ধনে বেশিরভাগ ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া দোষীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি বহিরাগত সন্ত্রাসীদের লতিফ ছাত্রাবাস ও ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চলছে।